হরিণাকুণ্ডুতে সরকারি জমি দখল!

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার টাওয়ার পাড়া এলাকায় সরকারি ৯৬ শতক জমি জাল দলিলের মাধ্যমে দখল করে নিয়েছে একটি প্রভাবশালী ভূমিদস্যু চক্র। অভিযোগ রয়েছে, মৃত আফজাল হোসেনের ছেলে শিমুল হোসেন ও তার সহযোগীরা এ জমি দখল করে নিয়েছেন।

তথ্য অনুসন্ধানে জানা গেছে, হরিণাকুকুণ্ডু মৌজার ১০৯ ও ৮১ নম্বর খতিয়ানের ৯২২ নম্বর দাগে অবস্থিত ওই জমির মধ্যে ৫২ শতক জায়গায় একসময় একটি দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালিত হতো। স্থানীয় প্রবীণদের মতে, ১৯৯০ সালের আগে পর্যন্ত সরকারি চিকিৎসক সেখানে বসতেন এবং এলাকাবাসীকে চিকিৎসা সেবা দিতেন।

পরে উপজেলা সদরে নতুন হাসপাতাল স্থাপিত হলে পুরনো ভবনটি বন্ধ হয়ে যায় এবং তা জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। ১৯৯০ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ঝিনাইদহ জেলা পরিষদের এক সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত হয়, পরিত্যক্ত ওই ভবনটি হরিণাকুন্ডু লালন শাহ কলেজের ছাত্রাবাস হিসেবে ব্যবহৃত হবে। সেখানে একটি রেজুলেশনের মাধ্যমে সিন্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই সভায় জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, এসিল্যান্ডসহ সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। কয়েক বছর কলেজ শিক্ষার্থীরা ছাত্রাবাস হিসেবে ভবনটি ব্যবহারও করেছেন। তবে পরবর্তীতে ভবনটি পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে।

এমন পরিস্থিতিতে অভিযোগ উঠেছে, স্থানীয় বদর আলী নামের এক ব্যক্তি ওই জমির ওপর নজর দেন এবং জাল দলিল তৈরি করে জমিটির মালিকানা দাবি করে আদালতে মামলা দায়ের করেন। বদর আলীর মৃত্যুর পর মামলা চালান তার ছেলে আফজাল হোসেন। পরে তার মৃত্যুতেও মামলা চালিয়ে যাচ্ছেন আফজালের ছেলে শিমুল হোসেন। আদালতের একতরফা রায় দেখিয়ে বর্তমানে তারা জমিটি দখলে নিয়েছেন বলে অভিযোগ।

এলাকার বাসিন্দারা বলছেন, যেখানে সবার চোখের সামনে সরকারি চিকিৎসালয় ও কলেজের ছাত্রাবাস পরিচালিত হয়েছে, সেখানে হঠাৎ করে কেউ কাগজ দেখিয়ে ব্যক্তিমালিকানা দাবি করতে পারে এটা অবিশ্বাস্য।

স্থানীয় মিজানুর রহমান বলেন, “আমরা নিজের চোখে দেখেছি এখানে চিকিৎসক বসতেন, রোগী দেখা হতো। পরে কলেজ ছাত্ররা থেকেছে। এখন কেউ কাগজ দেখিয়ে বলছে এটা তাদের জমি, এটা কীভাবে সম্ভব?”

শফি উদ্দিন নামে আরেকজন বলেন, “হাসপাতাল চলে যাওয়ার পর ভবনটি হোস্টেল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এখনও দালানের দরজায় ‘কলেজ হোস্টেল’ লেখা রয়েছে। তাহলে এই সম্পত্তি তাদের হলো কীভাবে? সরকার পরিবর্তনের সুযোগে তারা ভুয়া কাগজ দিয়ে আদালতে নিজেদের পক্ষে রায় নিয়েছে। এখন জমি দখল করে নিয়েছে।”

মেহের আলী নামের একজন বাসিন্দা বলেন, “পুরনো সিএস রেকর্ডে অমূল্য কুমার জোয়াদার নামে এক ব্যক্তির নাম রয়েছে। আর নতুন আরএস রেকর্ডে জমিটি কলেজের হোস্টেল ও ডোবা হিসেবে উল্লেখ আছে। যাদের নামে কোনো রেকর্ড নেই, তারাই এখন বলে জমি কিনেছে! যদি কিনেই থাকে, তাহলে রেকর্ডে তাদের নাম নেই কেন? আমরা চাই সরকারি সম্পত্তি সরকারের দখলেই থাকুক।”

এ বিষয়ে অভিযুক্ত শিমুল হোসেন বলেন, “আমাদের সকল বৈধ কাগজ আছে বলেই তো আদালত আমাদের পক্ষে রায় দিয়েছে।” তবে তাদের কাছে দলিল দেখতে চাইলে বলেন, দলিল আদালতে জমা আছে। কোন ফটোকপিও তাদের কাছে নেই।

জমির বিষয়টি নিয়ে হরিণাকুন্ডু সরকারি লালন শাহ কলেজের অধ্যক্ষ মো. শরিফুজ্জামান বলেন, “বিষয়টি জানার পর কলেজের পক্ষ থেকে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। আমরা জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করব। এ নিয়ে কাজ চলমান রয়েছে।”

তেরাইল-জোড়পুকুরিয়া কলেজে অন্যের জমি দখল করে গেইট ও প্রাচীর নির্মাণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেরাইল-জোড়পুকুরিয়া কলেজের কোটি টাকা লুটপাটের খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাখে নানা অনিয়মের খবরও উঠে আসছে। গতকাল মেহেরপুর প্রতিদিনে “শিক্ষক নিয়োগের কোটি টাকা লুটপাটের অভিযোগ” শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ হওয়ায় পর এলাকায় সাধারণ মানুষের মাঝে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। চায়ের দোকান, বিভিন্ন

এছাড়া, ২০২২ সালে তেরাইল মৌজার ৪৮২৫, ৪৮০০, ৬০০৮ দাগে খাস কাবলা দলিল মূলে তেরাইল গ্রামের রেজাউল হকের ছেলে রাজিব হোসেন, তার মা মিনারা খাতুন, ভাই রাজু আহমেদ ও নিজ নামে ১০.২৫ শতক জমি কিনেন আজগর আলীর সাথে। এবং জমির নামজারিও ও খাজন প্রদান করেন। জমিটি রাজিবদের দখলে থাকলেও চলতি বছরের ৯ মার্চ তারা পাকা প্রাচির দিতে গেলে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাসুম উল হক ও কলেজ গভর্নিং কমিটির সভাপতি শহিদুল ইসলাম তাদের কাজে বাঁধা দেন এবং তাদের সেখান থেকে সরিয়ে দেন। পরে তারা কলেজের পক্ষ থেকে জমির মাঝ দিয়ে প্রাচির নির্মাণ করেন। এনিয়ে মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে রাজিব একটি মামলা দায়ের করেন। মামলাটি নিষ্পত্তির জন্য জেলা লিগ্যাল এ্ইড কর্মকর্তার দেওয়া প্রতিবেদনে জমিটি রাজিবদের বলে উল্লেখ করা হয় এবং কলেজ কর্তৃপক্ষ কোন কাগজপত্র দাখিল করতে পারেননি বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন।

এ বিষয়ে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জিনারুল ইসলাম বলেন, আগের অধ্যক্ষ সাবেক সভাপতিকে নিয়ে অন্যদের জমি দখল করে কলেজের গেইট ও প্রাচির নির্মাণ করেছেন। বিষয়টি নিয়ে নতুন গভর্নিং বডির সভাপতিকে জানানো হয়েছে। এবারের মিটিংয়ে বিষয়টি উত্থাপন করা হবে।

অন্যের জমিতে গেইট ও প্রাচির নির্মাণ প্রসঙ্গে বর্তমান গভর্ণিং বডির সভাপতি জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন, দুইজনের জমিতে এসকল পার্কা নির্মাণ করা হয়েছে বলে জেনেছি। আগের কমিটির উচিত ছিলো তাদের সাথে মিমাংসা করার পর পাকা নির্মাণ করার। তবে আমরা চেষ্টা করছি তাদের জমিগুলো নিয়ে মালিক পক্ষের সাথে একটা মিমাংসার প্রক্রিয়া চালানোর।

অন্যের জমিতে গেইট ও প্রাচির নির্মাণের বিষয়ে সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাসুম উল হক বলেন, কলেজের পাশে দুই জনের জমি আছে, তবে যেখানে গেইট ও প্রাচির করা হয়েছে ওটা তাদের জমি না। তিনি আরও বলেন, সাবেক এমপির নির্দেশে গেইট করা হয়েছে এবং সভাপতি শহিদুল ইসলাম এলাকার লোকজনকে নিয়ে প্রাচির করিয়েছেন।

এ ব্যাপারে সাবেক সভাপতি শহিদুল ইসলাম গেইট ও প্রাচির নির্মাণের বিষয়ে বলেন, কলেজের যায়গা না হলে কলেজ ছেড়ে দেবে বলে ফোন কেটে দেন।

# [redacted]

[redacted]

এসআই সনোয়ার হোসেন বলেন, বিরোধীয় তফশিলভূক্ত সম্পত্তিতে শান্তিক শৃংখলা বজায় রাখতে নোটিশ জারি করা হয়েছে।

গাংনীর মালশাদহ গ্রামে জমি দখলের অভিযোগ

হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের রায় থাকার পরেও ঘর ভেঙ্গে দিয়ে একটি পক্ষ জমি দখল করেছে বলে অভিযোগ করেছে গোলাম কাউছার নামের এক ব্যক্তি। ঘটনাটি গাংনী উপজেলার পশ্চিমমালশাদহ গ্রামে ঘটেছে।

ভূক্তভোগী গোলাম কাউছার বলেন, ১৯৯২ সালে সরকারের খাস খতিয়ানভূক্ত ৮ শতক জমি আমি বন্দোবস্ত নিয়েছি। সেখানে আমার ঘর থাকলেও গ্রামের একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠি আমার সেই ঘর ভেঙ্গে দিয়ে দখল করে নিয়েছে।

মালশাদহ গ্রামের আজিজুল হক বুড়ো ও লিটন হোসেন এই জমি দখল করে নিয়েছেন বলে অভিযোগ তোলেন গোলাম কাউছার।

গোলাম কাউছার বলেন, আমি বিএনপির স্থানীয় নেতা। আমার ৮ শতক জমি প্রতিপক্ষ প্রভাবশালী গোষ্ঠি দখল করে নিয়ে সেখানে ঘর বাড়ি ও একটি ক্লাব ঘর তৈরী করেছে। আমি তাদের বাঁধা দিতে গেলে হত্যাসহ নানাভাবে হুমকী ধামকী দেন।

এব্যাপারে আজিজুল হক বুড়োর সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি।

মুজিবনগরে ইউপি মেম্বরের বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ

গ্রাম পুলিশ সাথে নিয়ে প্রতিবন্ধীর বাড়িতে বল প্রয়োগ করে বিরোধপূর্ণ জমি দখলের অভিযোগ উঠেছে ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বর ও গ্রাম আওয়ামীলীগের সভাপতি সিবাস্তীন মল্লিক ঝড়ুর বিরুদ্ধে।

মুজিবনগরের ভবেরপাড়া গ্রামের বাজারপাড়া এলাকায় শনিবার সকালের দিকে এই ঘটনা ঘটে। ভবের পাড়া গ্রামের মাইকেল মল্লিকের ছেলে শিলন মল্লিক এই অভিযোগ করেন।

এসময় বাগোয়ান ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ডের মেম্বর রফিক উদ্দীন, বাবুল মল্লিক, সোহরাব হোসেনসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

শিলন মল্লিক বলেন, বাজারপাড়া এলাকায় একই স্থানে আমার ও আমার ভাইয়ের নামে ৩ শতক জমি রয়েছে। পাশেই চাচাত ভাই ভবেরপাড়া ২ নং ওয়ার্ডের মেম্বর ও আওয়ামীলীগের সভাপতি সিবাস্তীন মল্লিক ঝড়ু–র ৩ শতক জমি আছে। ঝড়ু– মেম্বরের সাথে আমাদের পাশের একটি জমি অ্যাওয়াজ করা আছে।

শনিবার সকালের দিকে গ্রাম পুলিশ ও ইউনিয়ন পরিষদের অন্যান্য মেম্বরদের সাথে নিয়ে জোর করে জমি দখলে নিয়ে বেড়া দেয়। এসময় ঝড়ু– মল্লিক তার স্ত্রীর বিউটি ও তাদের আমাদের লোকজনকে মারপিট করেন।

ভবেরপাড়া ২ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি ও স্থানীয় বাগোয়ান ইউনিয়নের মেম্বর সিবাস্তীন মল্লিক ঝড়ু– বলেন, ওই জমি আমার চাচা কাইতান মল্লিকের কাছ থেকে কিনেছি। ওদের এবং আমার জমি পাশাপাশি। আমি আমার জমির বেড়া তুলে সেখানে ঘীরে নিয়েছি। ওদের জমি তো আমি দখল করিনি। আমি বিরুদ্ধে তারা মিথ্যা অভিযোগ এনেছে।

তবে আগামীকাল সোমবার দুপক্ষেরই জমির দলিল ও কাগজপত্র দেখে সমাধান করা হবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা।

গাংনীর ভোলাডাঙ্গা গ্রামে বৃদ্ধের বাড়ি ভাংচুর ও জমি দখলের অভিযোগ

জীবন হারানোর ভয়ে ঘর ছেড়ে এক সপ্তাহ পালিয়ে বেড়াচ্ছেন গাংনী উপজেলার ভোলাডাঙ্গা গ্রামের দিনমজুর বৃদ্ধ আবুল কাশেম।

তার একমাত্র বসত ঘর ও আসবাপত্র ভাংচুর করেছে ইসমাইল হোসেন ও তার লোকজন। ভাত ও তরকারি রান্নার হাড়িও রক্ষা পাইনি হামলাকারিদের হাত থেকে। ইসমাইল হোসেনের লোকজন জোরপুর্বক জমিদখল করাকে কেন্দ্র করে এমন হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ ভুক্তভোগী পরিবারের। এতে দু’পক্ষের হামলায় ৬জন আহত হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বৃদ্ধ আবুল কাশেমের দিন কাটছে আতংক আর হতাশা নিয়ে। পুলিশের সহায়তা চেয়ে কাংখিত সুরাহা পাচ্ছেন না অভিযোগ করেন কাশেম। প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চান স্থানীয়রাও।

জানাগেছে,ভোলাডাঙ্গা গ্রামের দিনমজুর আবুল কাশেম ৩০ বছর আগে স্থানীয় মৃত বাদশা মলিথার তিন ছেলে আক্তার, রবিউল হক ও হাসানের কাছ থেকে ১২ কাঠা জমি ক্রয় করে বসবাস করছেন। উক্ত জমি বাদশা মালিথার বড় ছেলে ইসমাইল হোসেন তার দাবী করে জবর দখল করার চেষ্টা করে। এতে আবুল কাশেম ও তার ছেলে বাধা দিলে তাদের মারধর করে এবং বাড়িঘর ও আসবাপত্র ভাংচুর করে। ইসমাইল ও তার লোকজনের হামলায় ছোট ভাই আক্তার, রবিউল হক ও হাসানকে রামদা দিয়ে কুপিয়ে জখম করে। আহতরা কুষ্টিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এসময় সংঘর্ষে ইসমাইলের দুই ছেলে তারেক আহাম্মেদ ও মশিউর রহমান আহত হয়। ইসমাইল ও তার দুই ছেলে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।

সরেজমিনে ভোলাডাঙ্গা গ্রামে দেখা গেছে, আবুল কাশেমের টিনের বেড়া দেয়া একটি ছোট্র ঝুপড়ি ঘর। সেই ঘরেই স্ত্রী সন্তান নিয়ে তার বসবাস। বয়সের ভারে নুইয়েপড়া আবুল কাশেম কাজে কর্মে অকর্মা। কেউ তাকে কাজেও নিতে চাইনা। কোন রকমে সংসার চালে তাদের। একমাত্র বসত বাড়িটিকে রামদা দিয়ে কুপিয়ে টিন গুলো ফুটো ফুটো করা হয়েছে। ঘরের মধ্যেকার আসবাপত্র ভাংচুর করা হয়েছে। ভাত ও তরকারির হাড়িপাতিলও ভেঙ্গে দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছে হামলা কারিরা। গত বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে এমন ঘটনা ঘটে।

আবুল কাশেম জানান, আমি ৩০ বছর আগে উপজেলার হোগল বাড়িয়া গ্রাম থেকে উঠে এসে ভোলাডাঙ্গা গ্রামে বসবাস করছি। এ গ্রামে আমার আপন বলতে কেউ নেই। ইসমাইলের তিন ভাইয়ের সাথে জমি কিনেছি। ৩০ বছর পর ইসমাইল আমার বাড়ি জোর দখল করে নিতে চাই। আমরা বাধা দিতে গেলে আমাদের মারধর করে বাড়িঘর ভাংচুর করে । তার অন্যায় কাজকে বাধা দেয় তার আপন তিন ভাই। তাদেরকেউ মারধর করে রক্তাক্ত জখম করে। আমাকেও মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছে। আমি এখন জীবনের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। ঘরে ফিরতে পারছিনা। এবিষয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছি। পুলিশ এপর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেইনি বলেও জানান আবুল কাশেম।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক গ্রাম বাসিদের অনেকেই ইসমাইল সম্পর্কে বলতে ভয়ে কেঁপে ওঠেন। তারা জানান, ইসমাইল খুবই দুর্ধর্ষ প্রকৃতির । গ্রামে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করাই তার কাজ। ইসমাইলের ভয়ে গ্রামের কেউ মুখ খুলতে সাহস করেনা। মামলাবাজ ইসমাইল হিসেবেও জানেন অনেকে।

ইসমাইল হোসেনের সাথে কথা হলে তিনি জানান, সামাজিক কাজ করতে হলে পক্ষ বিপক্ষ থাকবেই। আমি আমার শরিকানা জমি দখল করতে গিয়েছিলাম। ভাইয়েদের সাথে মারামারি হয়েছে। এতে আমি ও আমার ছেলে দুজনেই আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছে।

হেমায়েতপুর ক্যাম্পের ইনচার্জ মাহাবুব জানান, এবিষয়ে ইসমাইলকে দোষরোপ করছেন এলাকাবাসী। তবে আবুল কাশেম থানায় অভিযোগ করেছেন। বিষয়টি থানা থেকে নির্দেশনা পেলে আমি দেখবো।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান,আবুল কাশেম নামের এক ব্যাক্তির অভিযোগ পেয়েছি,বিষয়টি গুরুত্বের সাথে দেখা হচ্ছে।

গাংনীতে মুক্তিযোদ্ধার জমি দখল করার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনীতে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু তালেবের জমি জোর পূর্বক দখলের অভিযোগ উঠেছে হিন্দা গ্রামের রবিউল ইসলামের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধা আবু তালেব জানান,তার স্ত্রী রশিদা খাতুনের নামে ২০ শতক জমি ছিলো। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর ৩ ছেলে ও আমি সমান ভাবে ৫ শতক করে ভাগ করে নেয়া হয়। কিছুদিন আগে বড় ছেলে মাসুদ রানা তার ভাগের ৫ শতক জমি একই গ্রামের আফজাল হোসেনের ছেলে রবিউল ইসলামের কাছে জমি বিক্রি করে দেয়। গত কয়েকদিন পূর্বে রবিউল তার ইচ্ছামত জমি সিমানা প্রাচীর তৈরি শুরু করে।

এ ঘটনায় গাংনী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মো: ওবাইদুর রহমান উভয় পক্ষকে শান্ত থেকে বসে উভয় পক্ষকে সমাধান করার তাগিদ দেয়। কিন্তু শুক্রবার সকালে জোর পূর্বক তাদের ইচ্ছামত জমিতে সিমানা প্রাচীর দিচ্ছে। বাধা দিতে গেলে হুমকি ধামকি দিচ্ছে। রবিউল ইসলাম প্রভাবশালী হওয়ার কারনে যে কোন হামলা হতে পারে একারনে বর্তমানে আমরা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আতংকের মধ্যে রয়েছি। বিষয়টি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন তিনি।

মুক্তিযোদ্ধা আবু তালেবের ছেলে মেহেদি হাসান জানান,২০ শতক জমি সকলেই সমান করে নিতে হবে। কিন্তু রবিউল ইসলাম ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে তার ইচ্ছেমত জমি দখল নিয়ে সিমানা প্রাচীর দিচ্ছে।

এ বিষয়ে রবিউল ইসলামের বাড়িতে গেলে তাকে পাওয়া যায়নি।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: ওবাইদুর রহমান জানান,বিষয়টি ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।